MAY 9 1999

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 9 1999
পৃঃ ৭ কলাম ২

কৃষি সমৃদ্ধির জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং এই দেশের শিল্পসমূহ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক শিল্প। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের উপরই গ্রামবাংলার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্ত আধুনিক কৃষি গবেষণা সার্ভিস ও গবেষণালব্ধ লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দক্ষ কৃষি সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ সার্ভিস প্রবর্তন। কার্যকর গবেষণা ও সম্প্রসারণ শিক্ষা পূর্বশর্ত আধুনিক কৃষি বিদ্যায় শিক্ষিত, দক্ষ কৃষি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর জনশক্তি তৈরী। বর্তমানে দেশে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কৃষিবিদ কৃষি কলেজসমূহ হইতে তৈরী হইতেছে না-যাহা কৃষি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় বলিয়া গণ্য করা যায়।

শিল্পোন্নত দেশে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল নয় এমন দেশেও কৃষি এজেন্ট হিসাবে কৃষি গ্রাজুয়েট নিয়োগ করা হয়। অথচ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হওয়া সত্ত্বেও সমতুল্য পদে অর্থাৎ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্লক সুপারভাইজার পদে কৃষি গ্রাজুয়েট তো দূরের কথা-কৃষি ডিপ্লোমাও নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এখন প্রতি ইউনিয়নে একজন স্নাতক চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি ইউনিয়নে স্নাতক কৃষিবিদ কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করিতেছে না। অথচ ১০ বৎসর পূর্বেই প্রতি ইউনিয়নে স্নাতক কৃষিবিদ কৃষি উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগের প্রয়োজন ছিল। ১৮৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'মরিল এ্যাক্ট' অনুসরণে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করিয়া কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যাহা পর্যায়ক্রমে কৃষি ও মেকানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। এই সমস্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, প্রাদেশিক কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা এবং চাষী প্রশিক্ষণ সার্ভিস বাস্তবায়ন করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮৬ সালে কৃষি গবেষণা সার্ভিস এ্যাক্ট এবং ১৯১৪ সালে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা সার্ভিস এ্যাক্ট পাস হওয়ার পর ফ্রন্ট লাইন কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা পদে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা কৃষি স্নাতক ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে ঐ দেশে ঐ পদে কৃষিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

আধুনিক কৃষি গবেষণা সার্ভিস ও গবেষণালব্ধ লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দক্ষ কৃষি সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ সার্ভিস প্রবর্তনই হইল কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত, দক্ষ কৃষি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর জনশক্তি তৈরী করাও অপরিহার্য। বাংলাদেশের কৃষি কলেজসমূহ হইতে যোগ্যতাসম্পন্ন কৃষিবিদ তৈরী হইতেছে না। তাই কৃষি উন্নয়নও আশানুরূপ হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন কৃষিবিদ তৈরী সম্ভব নয় বলিয়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে বহু পূর্বেই কৃষি কলেজকে বিলুপ্ত করিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। অথচ বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে নূতন কৃষি কলেজ স্থাপন করা হইতেছে। ১৯৬০ সালে ভারতে সরকারী ও বেসরকারী কৃষি স্নাতক কলেজ চালু ছিল। সরকারী কৃষি কলেজগুলি প্রাদেশিক কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসে উন্নীত করা হয়। কিছু কিছু কৃষি কলেজ ও পশু চিকিৎসা কলেজকে একই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য়, ৩য়, ৪র্থ বহিরাঙ্গনে ক্যাম্পাসে উন্নীত করা হয়। সকল ক্যাম্পাসই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভারতে যে সমস্ত কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একীভূত করা হয় নাই, সেই সমস্ত কৃষি কলেজকে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। পাকিস্তানের করাচী, পাঞ্জাব ও পেশোয়ারের তিনটি কৃষি কলেজকে বহু আগেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। কৃষি কলেজ হইতে উচ্চমানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর আধুনিক কৃষি গবেষক ও কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা তৈরী করা সম্ভব নয় বলিয়াই ভারত ও পাকিস্তানে কৃষি কলেজ সিস্টেম বাতিল করা হইয়াছে। অথচ বাংলাদেশে '৮০ ও '৯০-এর দশকেও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'পাকিস্তান কৃষি কমিশন ১৯৬০'-এর সুপারিশ অনুযায়ী পূর্বপাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে এবং পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় লায়ালপুরে স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ পশু চিকিৎসা কলেজ ও লায়ালপুর কৃষি কলেজকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একীভূত করা হয়।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ কৃষিবিদ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও মেকানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো অনুসরণ করিয়া, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাঠামো অনুসরণ করিয়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ৪টি কৃষি অঞ্চলে অর্থাৎ ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, যশোর ও নোয়াখালীতে ৪টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বহাল রাখিয়া দিনাজপুরে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য বিভাগে একটি কৃষি কলেজ, প্রতিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কৃষি অনুষদ খোলার সুপারিশ করে। প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিভাগ খোলারও সুপারিশ করে। পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বন অনুষদ, পটুয়াখালী ও দিনাজপুর কৃষি কলেজ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন, মৎস্য ও কৃষি অনুষদ স্থাপন করা হয়। বর্তমান সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গাজীপুরে স্নাতকোত্তর বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। সরকার সুপারিশ অনুযায়ী বাকী ৩টি কৃষি অঞ্চলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে যশোর, কুমিল্লা, বগুড়া ও ফরিদপুরে নূতন কৃষি কলেজ এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার উদ্যোগ নিয়াছে।

আধুনিক কৃষি গবেষক ও শিক্ষিত চাষীদের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা কৃষি কলেজ হইতে তৈরী করা সম্ভব নয় বলিয়া আধুনিক কৃষি উন্নয়নের দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক কৃষি কলেজকে আঞ্চলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চত্বর ও সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে ভারতের অনুরূপ ২য়, ৩য় বহিরাঙ্গনে উন্নীত করাই যুক্তিযুক্ত। রাজশাহী বিভাগে দিনাজপুর কৃষি কলেজকে হাজী মোঃ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করিয়া প্রস্তাবিত কৃষি কলেজকে ২য় ক্যাম্পাস ও ঈশ্বরদীতে ৩য় ক্যাম্পাস স্থাপন করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে প্রস্তাবিত যশোর-এ নূতন কৃষি কলেজ স্থাপনের পরিবর্তে যশোরে একটি নূতন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাসে উন্নীতকরণ। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কুমিল্লায় ২য় ক্যাম্পাস ও বৃহত্তর সিলেটে ৩য় ক্যাম্পাস স্থাপন করা প্রয়োজন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানান্তর করিয়া ফরিদপুরে ২য় ক্যাম্পাস, রাজশাহী কৃষি কলেজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহিত একীভূত করিয়া অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চত্বরে কৃষি অনুষদে উন্নীতকরণ। ইহাছাড়া রংপুর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোন কোন প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলা যাইতে পারে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও বন অনুষদ স্থাপন করা যায়।

রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় উন্নয়ন সমিতি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদ বহুদিন যাবৎ বৃহত্তর রাজশাহীতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, বৃহত্তর পাবনায় জাতীয় আখ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৃহত্তর বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বৃহত্তর রংপুরে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃহত্তর দিনাজপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৮৮ সালে দিনাজপুরে হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ স্থাপন করা হইলেও সরকার অদ্যাবধি ইহাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা দেন নাই।

রাজশাহী বিভাগীয় অঞ্চলে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা পুরাতন হিমালয়ের সমভূমি ও বরেন্দ্র অঞ্চলের লালমাটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত। বৃহত্তর রংপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলা তিস্তা বিধৌত সমভূমির আওতাভুক্ত এবং বৃহত্তর রাজশাহী ও পাবনা জেলা গঙ্গা বিধৌত সমভূমি ও বরেন্দ্র অঞ্চলের লালমাটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত। দিনাজপুর জেলা শহর ঐ ৩টি মৃত্তিকা অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল, বন্যামুক্ত এলাকা, অনুর্বর ও ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর সেচনির্ভর হওয়ায় দিনাজপুর হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা শাখা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা শাখা ও আঞ্চলিক কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ শাখা থাকিবে।

উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে গম গবেষণা কেন্দ্র, আঞ্চলিক আখ গবেষণা কেন্দ্র, তুলা গবেষণা কেন্দ্র, ভিত্তি পাট বীজ খামার, আঞ্চলিক আলু গবেষণা কেন্দ্র, সবজি গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বন গবেষণা কেন্দ্র রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে ধান গবেষণা কেন্দ্র, মৃত্তিকা ও পুষ্টি গবেষণা কেন্দ্র, ফল ও ফুল গবেষণা কেন্দ্র, সয়াবিন গবেষণা কেন্দ্র, কোর্স দানা গবেষণা কেন্দ্র, ডাল ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বাঁশ গবেষণা কেন্দ্র, জৈবিক নিয়ন্ত্রণ গবেষণা কেন্দ্র, পশুপালন গবেষণা কেন্দ্র, স্বাদু পানি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র এবং সম্প্রসারণ ও সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে। ❑ আব্দুল লতিফ